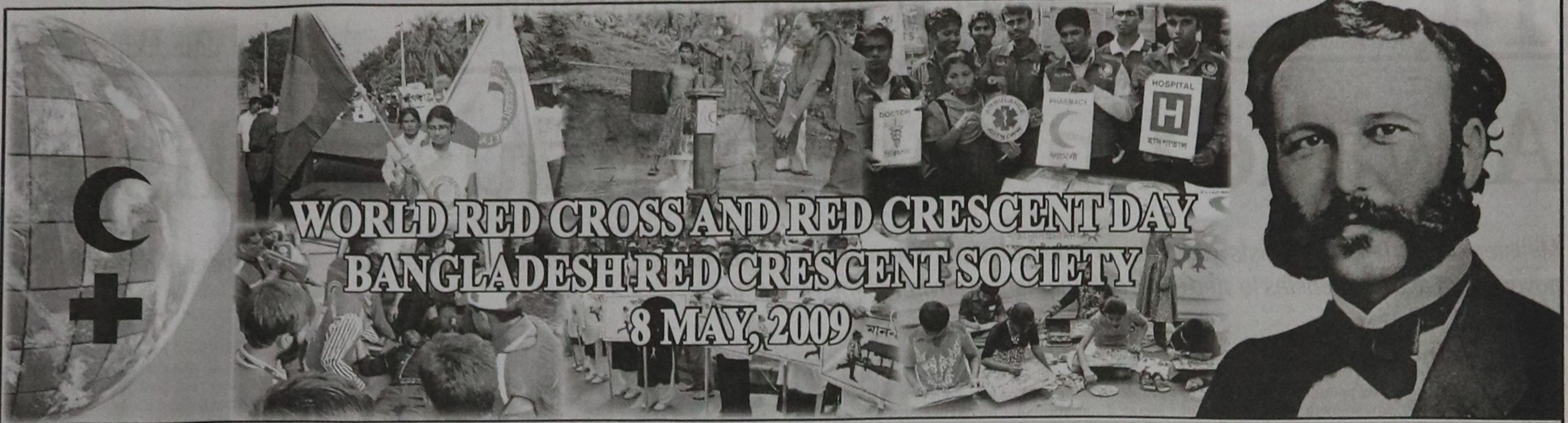




Special Supplement

8 May, 2009

Design : ADVERTISING



রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা
২৫ বৈশাখ ১৪১৬
০৮ মে, ২০০৯

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও 'বিশ্ব রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট দিবস' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি এ আন্তর্জাতিক সেবা সংস্থার সাথে যুক্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আর্তমানবতার সেবায় নিয়োজিত রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি আজ বিশ্বব্যাপী সর্ববৃহৎ মানবিক সেবা সংগঠনে পরিণত হয়েছে। যুদ্ধ, সংঘর্ষ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সংস্থাটি মানব সেবায় যে অবদান রেখে চলেছে তা প্রশংসার দাবীদার। বাংলাদেশেও রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি তাদের সেবা দৃষ্ট ও অসহায় মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়ে দেশবাসীর অকুণ্ঠ সুনাম কুড়িয়েছে। আমি আশা করি, সংস্থাটি মানব কল্যাণে আগামীতে এর সেবার পরিধি আরো সম্প্রসারিত করবে। আমি তাদের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি।

আমি বিশ্ব রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট দিবসের সাফল্য কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

বিশ্ব রেডক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট দিবস এবং বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি

ম, শফিউল আলম
মহাসচিব, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি

আজ ৮ই মে, রেড ক্রস আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা জীন হেনরী ডুনানের ১৮১তম জন্ম দিবস। বিশ্বের বৃহত্তম মানবিক সংস্থা রেড ক্রস প্রতিষ্ঠায় হেনরী ডুনানের ভূমিকাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করার লক্ষ্যে প্রতি বছর এই দিনটিকে সারা বিশ্বে বিশ্ব রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট দিবস হিসাবে উদযাপন করা হয়।

যুদ্ধাহতদের নিরাপত্তা ও তাদের জন্য সামনে রেখে ১৮৬৩ সালে আন্তর্জাতিক যার পটভূমি ছিল ১৮৬৯ সালে ফ্রান্স ও অট্টমার মধ্যে সংঘটিত এক হেনরী ডুনান ঘটনাক্রমে এ যুদ্ধ ও অসহায়দের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন এবং যুদ্ধাহতদের সেবা ত্বরান্বিত করেন। এই রেখাপাত করে এবং ভবিষ্যতে ও অসহায় সৈন্যদের জন্য মানবিক থেকেই ১৮৬৩ সালে রেড ক্রস



মানবিক সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে রেড ক্রস আন্দোলনের সূচনা ঘটে ইতালীর সলফেরিনো নামক স্থানে যুদ্ধ রেড ক্রসের প্রতিষ্ঠাতা জীন যুদ্ধোত্তর আহত সৈন্যদের স্থানীয় গ্রামবাসীদেরকে উদ্ধৃত করে ঘটনা হেনরী ডুনানের মানসপটে যে অনাকাঙ্ক্ষিত যেকোন যুদ্ধকালে আহত সেবার প্রয়োজনীয়তার অনুভূতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

যুদ্ধাহতদের সেবার লক্ষ্যে রেড ক্রস এর প্রতিষ্ঠা হলেও তা আজ পৃথিবীময় সব ধরনের অসহায়দের পাশে সহযোগিতার বারতা নিয়ে অগ্রসরমান একটি প্রতিষ্ঠান। পৃথিবীর যেখানেই মানুষের দুর্দশা আর অসহায়তা, হোক তার কারণ প্রাকৃতিক বা মানবিক দুর্যোগ/দুর্বিপাক, রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি মানবিক সাহায্য পৌঁছে দিতে সাদা প্রস্তুত। উপরন্তু রেড ক্রস বর্তমানে বিশ্বব্যাপী বিপন্ন ও ঝুঁকিপূর্ণ মানুষের ঝুঁকি ও বিপদাপনুতা হ্রাসকরণে ১৮৬ টি দেশের জাতীয় রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির মাধ্যমে অব্যাহত কর্মসূচী পরিচালনা করে চলেছে।

এছাড়া বিশ্ব রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় হল 'Our World-Your Move' তথা 'বিপন্ন বিশ্ব-পদক্ষেপ নেবার এখনই সময়'। বিশ্বময় প্রাকৃতিক ও মানবিক বিপর্যয়, বিশেষত: জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে মানুষের বিদ্যমান ও সম্ভাব্য ঝুঁকি ও দুর্যোগ হ্রাসে মানুষের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে বেছে নেয়া হয়েছে। এধরনের বিপর্যয়ের হাত থেকে মানুষকে ঝুঁকিমুক্ত করতে হলে এখনি সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আর তা সম্ভব না হলে মানবিক বিপর্যয়ের যে অশনি সংকেত আজ বিশ্বব্যাপী বিরাজমান, তার প্রভাবে মানুষের অসহায়ত্বকে কাটিয়ে ওঠা কঠিন হয়ে উঠবে তা বিশেষজ্ঞদের গবেষণায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের নীতিমালা ও আদর্শে অনুপ্রাণিত বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (বিডিআরসিএস) একটি জাতীয় মানবিক প্রতিষ্ঠান যা দেশের যেকোন দুর্যোগ ও দুর্যোগ পরবর্তী পরিস্থিতিতে বিপদাপন্ন ও অসহায় মানুষের সেবায় নিয়োজিত। রাষ্ট্রপতির আদেশবলে (P.O.-26, 1973) বিডিআরসিএস গঠিত এবং সরকারের সহায়ক সংস্থা হিসাবে দেশব্যাপী ৬৮টি জেলা/সিটি ইউনিটের মাধ্যমে মানবিক সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সোসাইটির গঠনতন্ত্র অনুসারে উল্লেখযোগ্য মানবিক মিশনসমূহ (Mandates) হল- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জরুরী ত্রাণ, স্বাস্থ্যসেবা, মহামারী ও রোগ প্রতিরোধ, শেচ্ছাসেবক কার্যক্রম, রেডক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট নীতিমালা ও আন্তর্জাতিক মানবিক আইন (জেনেভা কনভেনশন) সমন্বিত বাধা ইত্যাদি। সোসাইটির দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বিশেষত: ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচী (সিপিপি), সমাজ ভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (সিপিডিএম), ভূমিকম্প ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী (ইপিআরপি) ইত্যাদি বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর বিপদাপনুতা লাঘবে ভূমিকা রাখছে যা দেশে ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসা অর্জন করেছে। এছাড়া বিভিন্ন জাতীয় দুর্যোগ ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মধ্যে জরুরী ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি তার নিবেদিতপ্রাণ কর্মী, সদস্য ও শেচ্ছাসেবকের মাধ্যমে এ বছরের প্রতিপাদ্য বিষয়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বিশেষত: জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সত্ত্বাযুক্ত হ্রাসকরণে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও নানাবিধ কর্মসূচী বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে যাচ্ছে। আশা করা যায় সোসাইটির এ ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি হ্রাসে বিশেষ অবদান বয়ে আনবে, যা সামগ্রিক অর্থে জাতীয় উদ্যোগকে এগিয়ে নিতে সহযোগিতা করবে।

World Red Cross Red Crescent Day 2009 Our world. Your move.

A joint statement from the Presidents of the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies and the International Committee of the Red Cross on the occasion of World Red Cross Red Crescent Day 2009.

"All can, in one way or another, each in his own sphere and within his own limitations, do something to help the good work forward." These words, written by Henry Dunant following the Battle of Solferino, embody the spirit of our International Red Cross and Red Crescent Movement. This year, we mark the 150th anniversary of Solferino and the origins of our Movement by celebrating his belief that individuals have the power to make a difference.

Today, we launch the Our World. Your Move. campaign - an ambitious undertaking aimed at raising awareness of today's Solferinos and the unprecedented challenges we all face, ranging from armed conflict and mass displacement to climate change and the global economic crisis. We have a collective responsibility to make our world a better place. It's up to each of us, as individuals, to make a move and do something to help others. Young or old, we can all make a difference.

Over the past 150 years, the Red Cross Red Crescent has grown into the world's largest humanitarian network, with tens of millions of well-trained volunteers responding to crises and developing local capacities across the globe. They are the living legacy of Henry Dunant and we can be proud indeed of the life-saving activities that are carried out by our dedicated volunteers and staff each day.

Yet, too often, the same people who respond to crises are themselves the victims of war or disaster. In order to continue to move the "good work forward", we must empower communities to protect themselves from the preventable loss of life and livelihoods. We must also continue to foster a spirit of volunteerism at a local level in order to remain close to those impacted and to better understand and respond to their needs.

On 8 May, World Red Cross Red Crescent Day, and throughout 2009, we are calling on people everywhere to join us in taking action to help others.

The challenges are great and the needs many, yet the International Red Cross and Red Crescent Movement was created for times such as these - to inspire and encourage others to follow. As we mark the 150th anniversary of our humble beginnings on 24 June, let us take pride in knowing that we are all a part of one of the greatest human achievements of recent history. Let us be the voice of those who are suffering and tell the world they have a right to be heard, protected and assisted. This is a call for hope supported by action.

Juan Manuel Suárez del Toro
President of the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies

Jakob Kellenberger
President of the International Comm of the Red Cross



প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৫ বৈশাখ ১৪১৬
০৮ মে, ২০০৯

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও আজ 'বিশ্ব রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট দিবস' উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি খুশি হয়েছি।

দুর্যোগ ও সঙ্কট যখনই পৃথিবীতে আঘাত হেনেছে, তখনই এই সোসাইটির অগণিত নিবেদিত প্রাণ শেচ্ছাসেবক বিপদাপন্ন মানুষকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় এবং দুর্যোগ মোকাবেলায় রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সহযোগিতা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। অসহায় মানুষের দুর্গতি ও দুর্দশা লাঘবে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি সবসময় সরকারের পাশে থাকবে - এটাই আমার প্রত্যাশা।

আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের মূল্যবোধ সমন্বিত রেখে শান্তিময় বিশ্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সোসাইটির সার্বিক সফলতা কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা



স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা
২৫ বৈশাখ ১৪১৬
০৮ মে, ২০০৯

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও যথাযথ গুরুত্বের সাথে বিশ্ব রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট দিবস পালিত হচ্ছে। দিবসটি উপলক্ষে আমি রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা মহামতি জীন হেনরী ডুনানকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ শেচ্ছাসেবী মানবিক সংগঠন বিশ্ব রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট এর অসংখ্য সদস্য, কর্মী ও শেচ্ছাসেবক মানব সেবায় নিরলসভাবে কাজ করছেন। এর মাধ্যমে অগণিত সংখ্যক দুঃস্থ, অসহায় ও বিপন্ন মানুষের দুর্দশা লাঘব বা প্রশমন করা সম্ভব হচ্ছে। বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিও তার বহুমুখী সেবাকর্মের মাধ্যমে বিভিন্ন দুর্যোগ, দুর্ঘটনা ও অন্যান্য মানবিক সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় ও বিপন্ন মানুষের জন্য একই অনুপ্রেরণা নিয়ে কাজ করে চলেছে। সোসাইটি মানব সেবায় এদেশে তার কার্যক্রমকে আরো সম্প্রসারিত করবে এবং গৃহীত সেবা কার্যক্রমকে আরো আন্তরিকতার সাথে বাস্তবায়নে তৎপর হবে এটাই আমার প্রত্যাশা।

আমি বিশ্ব রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট দিবস উদযাপনের লক্ষ্যে গৃহীত সকল কার্যক্রমের সফলতা কামনা করছি।

ডা. আ. ফ. ম. রুহুল হক এমপি



চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি
ঢাকা
২৫ বৈশাখ ১৪১৬
০৮ মে, ২০০৯

বাণী

বিস্মিত্বাহির রাহমানির রাহিম

আজ বিশ্ব রেড ক্রস রেড ক্রিসেন্ট দিবস। বিশ্ব রেড ক্রস রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের সাথে সংহতি প্রকাশ করে অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদায় দিনটি পালিত হচ্ছে। এই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা মানবসেবায় নিবেদিত প্রাণ, মহান পুরুষ জীন হেনরী ডুনানের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর উদ্দেশ্যে প্রতি বছর ৮ই মে তার জন্মদিন উপলক্ষে দিবসটি উদযাপন করা হয়।

এ উপলক্ষে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। দিবসের প্রধান কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে সোসাইটির জাতীয় সদর দফতরে রেড ক্রিসেন্ট ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন, বর্ণাঢ্য র্যালী, শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, শেচ্ছায় রক্তদান, তহবিল সংগ্রহ, হাসপাতালে দুঃস্থ রোগীদের মধ্যে খাবার বিতরণ, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, বেতার ও টিভিতে বিশেষ অনুষ্ঠান ও জাতীয় দৈনিকে ক্রোড়পত্র প্রকাশ। জাতীয় সদর দফতরের কর্মসূচির বাইরেও সারা দেশের ৬৮টি ইউনিটের উদ্যোগে অনুরূপ কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে দিনটি পালিত হচ্ছে। এই দিনে আমি দেশবাসীর প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ও সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়েছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী এতে বাণী প্রদান করেছেন।

আর্তমানবতার সেবায় নিয়োজিত রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, দেশব্যাপী এর বিপুল সংখ্যক শেচ্ছাসেবকের মাধ্যমে বিভিন্ন দুর্যোগ ও সংকটকালীন সময়ে সাহায্য প্রদান করে আসছে। আজকের এই মহান দিবসে, মানবিক কার্যক্রমে নিবেদিত সোসাইটির সকল শ্রেণীর সদস্য, শেচ্ছাসেবক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও স্তানুধ্যায়ী সহ সকলকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

আমি বিশ্ব রেড ক্রস রেড ক্রিসেন্ট দিবস ২০০৯ এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

প্রফেসর ডা. আম-এস আকবর, এমপি

সৌজন্যে



পুবালী ব্যাংক লিমিটেড
PUBALI BANK LIMITED

ঐতিহ্যের পথ বেয়ে অর্থনৈতিক অগ্রগতি

Celebrating
50
Glorious Years
1959-2009

www.pubalibangla.com